হে জাতির পিতা,
জন্মশতবর্ষের রৌদ্র আবির মাখানো মাহেন্দ্রক্ষণে তোমায়

বিনম্র শ্রদ্ধা

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম, এসপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর
এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ৬৬ পদাতিক ডিভিশন
ও এরিয়া কমান্ডার, রংপুর এরিয়া

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর
ও কমান্ডার, ২২২ পদাতিক ব্রিগেড
এবং স্টেশন কমান্ডার, সৈয়দপুর সেনানিবাস

উপদেষ্টা
লেঃ কর্নেল মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, পিএসসি, সিগস্
অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর

সম্পাদক
ড. মো. কামাল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (মনোবিজ্ঞান)

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
মো. বাবলু হোসেন, সিনিয়র প্রভাষক (ইংরেজি)
মো. জোনায়েদ হোসেন, প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা)
মো. তারেক হাসান, প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)
শামীম আল-মামুন সরকার, প্রভাষক (বাংলা)
মোকছেদুল হাসান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
মো. বায়েজিদ হোসেন, সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)
পৌল মার্চেলিউস সরেন, সহকারী শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)
মো. শিয়াবুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
মো. মোশাররফ হোসেন, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
অনন্যা, সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
মো. শাহবাজ আলী, কম্পিউটার অপারেটর

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
মাহিম বিন রশিদ, দ্বাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান)
ফারাহ হাসান লানা, নবম শ্রেণি (ইংলিশ ভার্সন)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মাহিম বিন রশিদ, দ্বাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান)
শারমিলা আদিবা হক, নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
ইরফানা আজমী, সপ্তম শ্রেণি

কম্পোজ
মো. শাহবাজ আলী, কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২০

মুদ্রণে
মৈত্রী কমিউনিকেশন লিমিটেড
২৭৭/২ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫।
০১৭২০২৪৩২৮৪, ০১৯৭০২৪৩২৮৪-৭
ইমেইল : moitrybd@gmail.com

জ্ঞানচর্চা ও সহপাঠ কার্যক্রমের সব্যসাচী বিদ্যায়তন

শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান আপন ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোকায়নের কাজ করে যাচ্ছে সেসবের মধ্যে অন্যতম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর। উত্তর জনপদের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন স্টেশন কমান্ডার কর্নেল এস. এম. সামসুজ্জামানের নেতৃত্বে এ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালের ০৪ এপ্রিল, বুধবার তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ এর শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালের ১০ অক্টোবর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাত্র ০৫ জন শিক্ষক ও ১৭৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কালের সাক্ষী হতে উন্মুখ সেই চারাগাছ আজ বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৩,৮০০ জন শিক্ষার্থী, ১৩২ জন শিক্ষক ও ১০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে বর্তমানে পথচলা এ প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখা খোলা হয় ১৯৮৪ সালে। ক্রমঅগ্রসরমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে এখানে ইংলিশ ভার্সনের যাত্রা শুরু ১৯৯৮ সালে এবং ২০১৭ সালে ইংলিশ ভার্সনে কলেজ শাখা চালু করা হয়।

পরিচালনা পর্ষদের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠান একাডেমিক ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টির পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে সদর্প পদচারণা অব্যাহত রেখেছে। সুদীর্ঘ চলার পথে ঈর্ষণীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ সমূহের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরপর দু'বার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়ে 'সেনাপ্রধান ট্রফি' লাভ, ১৯৯৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' ও 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০০২' এ 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন এবং ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে রাজশাহী বোর্ডের অধীনে দেশের শীর্ষ পাঁচ এর মধ্যে স্থান লাভের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান সারাদেশে বিপুল সাড়া জাগায়। অতঃপর ২০১৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত 'ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাওয়ার্ড' লাভ এবং ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে দিনাজপুর বোর্ডে শীর্ষস্থান লাভ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রাকে

আরো বেগবান করেছে। এছাড়া পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্তিতে এতদঅঞ্চলে মাইলফলক স্থাপন করেছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাশকৃত বহুল সংখ্যক শিক্ষার্থী দেশের স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার মাধ্যমে অগ্রজ হিসেবে অনুজদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকে।

শিক্ষার্থীদের মেধা-মননের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা এ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। ক্রীড়াক্ষেত্রে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে যথাক্রমে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় একজন শিক্ষার্থী পরপর দু'বার জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক লাভ করে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ২০০৬ সালে 'আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা'য় বিশ্বের ৩৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্র্যান্ড প্রিক্স' পুরস্কার অর্জন, ২০১৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইসলামী জ্ঞান ও রচনা উভয় প্রতিযোগিতায় ২য় হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট রৌপ্যপদক লাভ, 'আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৬' এ শ্রেষ্ঠ চিত্রাঙ্কন ক্যাটাগরিতে ১ম হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদক গ্রহণ এবং জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা'য় ২০১৭ সালে 'জ্ঞান জিজ্ঞাসা (দলীয়)' ও ২০১৮ সালে 'দেশাত্মবোধক গান' ইভেন্টে ১ম হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সনদ ও স্বর্ণপদক গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

সাফল্যের এ ধারাবাহিক অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাদান নিশ্চিত করার প্রয়াসে এখানে রয়েছে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বিশেষ মডেল ক্লাস, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবস্থা, বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের সুযোগ, সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ। এছাড়া অটোমেশন সফটওয়্যার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ছাত্র উপস্থিতি, বেতনাদি পরিশোধ, ফলাফল পর্যবেক্ষণ-এর বিষয়গুলোকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল সত্তার বিকাশ ও সুকুমার বৃত্তিকে পরিশীলিত করার নিমিত্তে চালু রাখা হয়েছে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ। এগুলো হলো- কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন কার্যক্রম, সৃজনশীল বোর্ড তৈরি এবং হাউসভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের প্রয়াসে নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, চারু ও কারু ক্লাব, ফটোগ্রাফি

ক্লাব, গ্রিন ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, অলিম্পিয়াড ক্লাব ও ক্রীড়া ক্লাব। এ ক্লাবগুলো প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি চর্চার সচল প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি ও আগামীর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২৬ জন প্রিফেক্ট নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে বিএনসিসি ও স্কাউট কার্যক্রম।

কালের পরিক্রমায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে সুদৃশ্য ইংলিশ ভার্সন ভবন, আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ক্যান্টিন কাম অভিভাবক শেড 'রোদসী'। এরই ধারাবাহিকতায় আরো কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম বিরামহীনভাবে চলমান।

নবীন-প্রবীণের অভূতপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টির প্রয়াসে ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। পরম আনন্দের বিষয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল হয়ে বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে সুনাম অর্জন করে চলেছে। ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ সফলতা আর মানবিক মূল্যবোধে ভাস্বর প্রাক্তন শিক্ষার্থী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত মেডিকেল ক্যাম্পেইন, বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ ভর্তির ওয়ার্কশপ সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

চিরদীপ্ত আলোকশিখা হয়ে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর আদর্শ ও যুগোপযোগী শিক্ষার সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতায় অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে সাহসী স্বপ্নযাত্রায় ধাবমান সিপিএসসিএস। প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাক সমৃদ্ধ আগামীর পথে, লাভ করুক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ-এ প্রত্যাশা হোক সকলের।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

বাঙালির চিরঞ্জীব স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষের ঊষালগ্নে তাঁকে নিবেদন করি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত শ্রদ্ধা। তাঁর চেতনাকে সমুন্নত রেখে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর থেকে যে বার্ষিকী "সৃজন ২০২০" প্রকাশিত হচ্ছে, সেই মহৎ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বার্ষিকী অত্র প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডের দর্পণ, যা প্রাণচঞ্চল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্ফটিকস্বচ্ছ কোমল ভাবনা-চিন্তা ও সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। সমাজ, জীবন ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিচিত্র অনুভূতি ও সৃষ্টিশীলতা বিমূর্ত হয়েছে তাদের লেখায়, রঙ-তুলির কারুকার্যে। শিল্প-সাহিত্যের এ চর্চা প্রজন্মের চেতনাকে পরিশীলিত করে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের বীজ।

বৈশ্বিক যে মহাসংকট আমাদের নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিকে টালমাটাল করে সকলকে বিপুল বিস্ময়ে বিমূঢ় করে রেখেছে, তা মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি। তবে সুখের বিষয়, এ বৈরি পরিস্থিতিতেও অত্র প্রতিষ্ঠান তথ্য-প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রম সচল রেখেছে। এছাড়া এ দুর্যোগে একঘেয়েমিতা ও অবরুদ্ধ জীবনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ বার্ষিকী "সৃজন ২০২০"এ মেধা-মননের যে শৈল্পিক চর্চা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমি আশাকরি, যে সকল খুদে-কিশোর শিল্পী এ বার্ষিকীর মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যের আলোক ভুবনে পদার্পণ করেছে, তারা অদূর ভবিষ্যতে সার্থক শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করবে।

উত্তর জনপদের ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠ কালের আবর্তে বহুমাত্রিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণব্রতী হিসেবে গড়ে তুলছে। শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ত্রিমুখী প্রতিভায় ভাস্বর এ শিক্ষায়তন একাডেমিক সাফল্য লাভের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অর্জন করছে গৌরব দীপ্তি। সাফল্যের এ অগ্রযাত্রা বেগবান হোক, এ প্রতিষ্ঠান আলোকোজ্জ্বল দীপশিখা হয়ে প্রভা ছড়িয়ে যাক অনন্তকাল আর শিক্ষার্থীরা গড়ে উঠুক যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান আদর্শ নাগরিক হিসেবে-এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

পরিশেষে, বার্ষিকী "সৃজন ২০২০" যে নেপথ্য কর্মকুশলীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতায় প্রকাশ পেল, তাদের প্রতি রইলো মোবারকবাদ। সৃজন-এর পথচলা মসৃণ হোক।

মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম, এসপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ
সৈয়দপুর সেনানিবাস
ও জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ৬৬ পদাতিক ডিভিশন
এবং এরিয়া কমান্ডার, রংপুর এরিয়া